কৃষি সুপারিশ

২৯-৩১ শে আগষ্ট ২০২২ (১২-১৪ই ভাদ্র,১৪২৯)

আউস ধান জমি তৈরীর সময়ে অণুখাদ্য প্রয়োগ করা সম্ভব না হয়ে থাকলে জমিতে চিলেটেড জিঙ্ক প্রতি লিটার জলে ০.৫ গ্রাম হারে মিশিয়ে প্রয়োগ করতে পারেন। রোয়ার ৩০-৩৫ দিন পর ৭ কেজি নাইট্রোজেন সার চাপান হিসাবে মাটিতে মিশিয়ে দিন। সময়মতো বৃষ্টি না হোলে সেচ দেওয়ার প্রয়োজন।

মূল জমিতে ধান রোপন - আমন ধানে জমির উর্বরতা বজায় রাখতে জমিতে জৈব এবং সবুজ সার প্রয়োগ করা প্রয়োজন। সবুজ সার প্রয়োগ করা না গেলে জমি তৈরীর সময়ে একরে ৫ টন জৈব সার মাটিতে ভালভাবে মিশিয়ে দেওয়া প্রয়োজন। রাসায়নিক সার হিসেবে জমির চরিত্র ও ধানের জাত অনুযায়ী মূল সার হিসেবে একরে ৭-১০ কেজি নাইট্রোজেন, ১২-১৬ কেজি ফসফেট ও১২-১৬ কেজি পটাশ সার প্রয়োগ করা উচিৎ। বেলে মাটিতে পটাশ সার ২ বারে (মূল সার ও ২য় চাপানে) প্রয়োগ করা যেতে পারে। জিঙ্কের ঘাটতি যুক্ত এলাকায় একর প্রতি ১০ কেজি জিঙ্কসালফেট ও ৪৮ কেজি সালফার মূলসার কিংবা প্রথম চাপানে প্রয়োগ করা যেতে পারে। চারাগাছে ঝলসা বা বাদামী- চিটে রোগের আক্রমনে হেক্সাকোনাজোল ৫% - ২ মিলি বা ট্রাইসাইক্লাজোল ৭৫%- ২ মিলি বা প্রোপিকোনাজল ২৫% - ১ মিলি হারে প্রতি লিটার জলে গুলে চারা গাছে স্প্রে করুন।

আগাছা নিয়ন্ত্রনের জন্য রোয়ার ৩-৪ দিনের মধ্যে আগাছানাশক যেমন, বুটাক্লোর ৫০%-৫০০মিলি প্রতি একরে অথবা পেন্ডিমিথিলিন ২৫% ১২০০ মিলি প্রতি একরে ২০০ লিটার জলে গুলে স্প্রে করতে পারেন।

মাটি পরীক্ষার ভিত্তিতে সার প্রয়োগ করলে ফলন বৃদ্ধি হয় ও সারের অপচয় কম হয়। সাধারণত আষাঢ় থেকে শ্রাবণের মধ্যে (জুলাই থেকে আগষ্টের মধ্যে) আমন ধান রোয়ার কাজ শেষ করা উচিৎ। আমনের জলদি জাতের চারা ২০ সেমি X ১০ সেমি (৮ ইঞ্চি X ৪ ইঞ্চি), মাঝারি জাতের চারা ২০ সেমি X ১৫ সেমি (৮ ইঞ্চি X ৬ ইঞ্চি) এবং নাবি জাতের চারা ২০ সেমি X ২০সেমি(৮ ইঞ্চি X ৮ইঞ্চি) দূরত্বে রোয়া করতে হবে।

অড়হর একর প্রতি মুলসার নাইট্রোজেন ১২ কেজি, ফসফেট ২৪ কেজি ও পটাশ ২৪ কেজি লাগে। কোন চাপান সার লাগে না।বোরন ও মলিবডিনাম ঘাটতিযুক্ত মাটিতে ২ গ্রাম সোহাগা ও ০.৫ গ্রাম অ্যামোনিয়াম মলিবডেট প্রতি লিটার জলে গুলে বীজ বোনার ২১ ও ৪২ দিন পর দুবার স্প্রে করলে ফলন বৃদ্ধি পায়।

পাট - ১১০-১১৫ দিনের পাট কাটার জন্য আদর্শ। পাটের গুণগত মান পাট পচানোর পদ্ধতির ওপর অনেকটা নির্ভর করে, সুতরাং পাট কাটার পর পাট পচানোর বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে। পাট কাটার পর বান্ডিল বেঁধে ৪-৫ দিন রোদে রেখে পাতা ঝড়ে গেলে পরিষ্কার জলে জাঁক দিতে হবে, কাঁদা মাটি বা কলাগাছ দিয়ে পাট জাঁক দেওয়া পরিহার করুন এর ফলে পাটের গুণগত মান ও রং খারাপ হয়ে যায়। পাটের প্রতি বান্ডিলে ২-৩টি ধইঞ্চা গাছ ঢুকিয়ে দিলে পাটের পচন দ্রুত হয়। পাটের তন্তুর গুণগত মান উন্নীত করার জন্য পাট পচানোর পদ্ধতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পাট গবেষণা কেন্দ্র 'ক্রাইজাফ' উদ্ভাবিত ব্যাকটেরিয়া পাউডার 'ক্রাইজাফ সোনা' বিঘা প্রতি ৩-৪ কেজি পাটের বান্ডিলের বিভিন্নস্তরে ছড়িয়ে দিয়ে পাট পচালে পচন দ্রুত হবে ও পাটের গুণগত মান উন্নত হবে, ঐ একি জলে আবার পাট পচালে জীবানু পাউডার অর্ধেক বা ১.৫-২.০ কেজি প্রয়োগ করলেই হবে।

খরিফ ভুট্টা - উঁচু ও মাঝারি দো-আঁশ থেকে বেলে দো-আঁশ মাটির যে কোনো জমি ভূট্টা চাষের উপযুক্ত। খরিফ ভূট্টার উপযুক্ত জাত - বিবেক-২৭, বিবেক-কিউপি.এম-৯, ডি.এম.এইচ ১৮, যুবরাজ গোল্ড, শ্রীরাম ৯২২০, বায়ো ৯৬৮১ ইত্যাদি। উপযুক্ত জাতের বীজ সংগ্রহ করে প্রতি কেজি বীজের সঙ্গে ক্যাপটান ৭৫% ২.৫ গ্রাম বা ভিটাভ্যাক্স ২.৫ গ্রাম মিশিয়ে শোধন করে নিতে হবে। বীজ বোনার জন্য জুনের প্রথম থেকে জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহ উপযুক্ত সময়।গভীর লাঙ্গল দিয়ে আগাছা পরিষ্কার করে জমি তৈরীর সময় একরে ২টন কম্পোষ্ট, ৬কেজি অ্যাজোটোব্যাকটর ও পি.এস.বি জীবানুসার মেশানো উচিৎ। হাইব্রিড ভূট্টার জন্য একরে মূলসার হিসেবে ১৯ কেজি নাইট্রোজেন, ২৮ কেজি ফসফেট ও১০ কেজি পটাশ সার প্রয়োগ করা উচিৎ। বীজ বোনার ১২-১৫ দিনের মধ্যে ঘন গাছ তুলে পাতলা করে দিতে হবে। জমি আগাছা মুক্ত রাখা প্রয়োজন।

কলাই দো-আঁশ, বেলে দো-আঁশ মাটি বেশি উপযুক্ত। উন্নত জাত কালিন্দী (বি-৭৬), কৃষ্ণা, বসন্ত বাহার (পি. ডি. ইউ-১), গৌতম (ডব্লু বি.ইউ-১০৫), উত্তরা(আই.পি.ইউ-৯৪-১) সারদা (ডব্লু বি.ইউ-১০৮), টি-৯, ডব্লুবি-১১০ প্রভৃতি। প্রতি কেজি বীজের সঙ্গে বীজ বোনার কমপক্ষে ৭ দিন আগে থাইরাম ৭৫%, ২ গ্রাম বা ম্যানকোজেব ৭৫% ৩ গ্রাম বা ক্যাপটান ৭৫% ২ গ্রাম মেশালেই বীজ শোধন হয়ে যাবে ।বীজ বোনার ঠিক আগে রাইজোবিয়াম কালচার মেশাতে হবে। ভাদ্র মাসে একরে ১০-১২ কেজি বীজ ছিটিয়ে বুনতে হবে।সারিতে বুনলে সারি থেকে সারির দূরত্ব ৩০ সেমি ও গাছ থেকে গাছের দূরত্ব ১৫ সেমি রাখতে হবে, প্রতি বর্গমিটারে ৩০-৩৫ টি গাছ রাখা প্রয়োজন। একর প্রতি মুলসার নাইট্রোজেন ৮ কেজি, ফসফেট ১৬ কেজি ও পটাশ ১৬ কেজি লাগে। কোন চাপান সার লাগে না।

বিস্তারিত জানতে আপনার ব্লকের স্থানীয় কৃষি প্রযুক্তি সহায়ক বা সহ-কৃষি অধিকর্তার কার্যালয়ে যোগাযোগ করুন।

কৃষিঅধিকর্তা,পশ্চিমবঙ্গসরকারএর
পক্ষে

যুগ্ম কৃষি অধিকর্তা (সম্প্রচার ও তথ্য),
পশ্চিমবঙ্গ